আজকের কাগজ

তারিখ 31 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

178

খাগড়াছড়িতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত অর্ধশতাধিক

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ আযম ঃ গতকাল শনিবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারান খাইয়া পাড়া এলাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ২৬ জন পুলিশ সিপাইসহ ছাত্র পরিষদের অর্ধশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে গুরুতর ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যান্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ এ সংঘর্ষের জন্যে দায়ী অভিযোগে ২০ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২ রাউন্ড গুলি এবং ৩৭ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, দিঘিনালায় হামলা, বন্দি মুক্তি, বেপরোয়া ধরপাকড়ের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গতকাল একটি মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি খেজুর বাগান নামক এলাকায় বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পুলিশ মিছিলিটিকে বাধা দেয়। পুলিশ এ সময় ছাত্র পরিষদের ২টি মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় ছাত্র পরিষদের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ওপর চরাও হয়। মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। ছাত্র পরিষদের বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা আহত হলে উত্তেজনা সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জেলার খেজুর বাগান, পশ্চিম নারান-খাইয়া ও অনন্ত মাস্টার পাড়া এলাকায় পাহাড়ি ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। সংঘবদ্ধ ছাত্ররা পুলিশের ওপর ব্যাপক ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়ায় উত্তেজিত পাহাড়ি ছাত্ররা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রকৌশল কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। তারা প্রকৌশল কার্যালয়ের সামনে রাখা যশোর ক-৪৪২ জীপ গাড়িটি ভাংচুর করে। তারা প্রকৌশল ব্যুরো'র সড়ক উপড়ে ফেলে এবং খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রাত দশটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পানছড়ি সড়কে কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। থানা পরিষদের আশপাশের গ্রামগুলোতে থমথমে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ছাত্র পরিষদ নেতারা হলেন - পার্বত্য গণপরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বধিপ্রিয় চাকমা, ছাত্র পরিষদের সদস্য দিপ্তী শংকর চাকমা, মিন্টু বিকাশ চাকমা, পুলক চাকমা, আর্য্যমিত্র চাকমা, মিলন চাকমা, জ্যোতিবিকাশ চাকমা, মিন্টু চাকমা, রিপন চাকমা ও জ্যোতি চাকমা।

গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ আর মোহাম্মদ এবং পুলিশ সুপার আবুল হাশেম এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনাকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেন। জেলা প্রশাসক জানান, একটি মহল সন্ত্রাসের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে বাধা সৃষ্টি করছে। বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ'র কেন্দ্রিয় কমিটির সভাপতি প্রমিত বিকাশ খীলা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানায়। পাহাড়ি গণপরিষদের প্রেসিডিয়াম কমিটির সদস্য সৌখিন চাকমা এবং খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি চাইফুআই প্রু মারমা এক যুক্ত বিবৃতিতে এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতারা ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট কমান্ডের সদস্য সচিব মফিজুর রহমান এক বিবৃতিতে পার্বত্য জেলার আসন্ন ষষ্ঠ বৈঠক বানচাল করতে সন্ত্রাসী মহলের অপচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্যে প্রশাসনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।